বিদ্যালয়ের নেতৃত্ব: অভিভাবকদের সামিল করা

বাংলা
আমরা যখন বাবা-মাদের সঙ্গে শিক্ষকদের বৈঠকের ব্যবস্থা করি, খুব কম বাবা-মায়েরাই তাতে আসেন। গ্রামীণ এলাকার অধিকাংশ বাবা-মায়েরাই শিক্ষক ও বাবা-মায়েদের বৈঠকের গুরুত্ব অনুধাবণ করেন না। তারা প্রথম বৈঠকে আসেননি, কিন্তু তারা দ্বিতীয় বৈঠকে এসেছিলেন। আমরা তাদের সাথে শিশুদের স্কুলের কাজ ও উপস্থিতির হার নিয়ে কথা বলেছি, কিন্তু তারা বলেন যে, বাড়িতে তাদের শিশুদের অন্য কাজ ছিল, সেজন্য তারা তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠাতে পারেননি। আমরা এছাড়াও তাদের শিশুদের পক্ষে স্কুলের কি গুরুত্ব তা ব্যাখ্যা করি। অধিকাংশ বাবা-মায়েরাই শিক্ষার গুরুত্ব বোঝেন, কিন্তু নিজেরা শিক্ষিত না হওয়ার জন্য তারা উপলব্ধি করেন না, যে তাদেরও এক্ষেত্রে একটা ভূমিকা রয়েছে, সেজন্য আমরা এই ব্যাপারটি তাদের বুঝিয়ে বলি। আমরা কিছু বাবা-মাকে চিহ্নিত করেছিলাম যারা এলাকাতে পরিবর্তন আনতে পারেন, সেজন্য আমরা নিয়মিতভাবে তাদের সাথে ফোনে কথা বলি। ধরা যাক, একটি শিশু বেশ কয়েকদিন ধরে স্কুলে আসছে না এবং তার বাবা-মায়ের কাছ থেকেও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে স্কুলের অন্য একটি শিশুর মাধ্যমে আমরা একটা বার্তা পাঠাই যে, শিশুটি অনেক দিন ধরে স্কুলে আসছে না এবং ছুটির কোন আবেদনও জমা পড়ে নি এবং আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, 'কি সমস্যা হয়েছে?' যদি শিশুটির বন্ধুরা বা প্রতিবেশীরা কোন কারণ জানান, তখন আমরা তা নিশ্চিত করার জন্য বাবা-মায়ের সাথে যোগাযোগ করি। আমরা সাধারণতঃ প্রতিটি গ্রামে কয়েক জোড়া বাবা-মায়ের সাথে যোগাযোগ রেখে চলি। তারা তখন শিশুটির বাড়িতে যান এবং আমাদের বার্তাটি তাদের জানান। এরপর আমরা শিশুটির বাবা-মাকে স্কুলে আসার জন্য ডাকি। তারা যদি আসেন, তাহলে ঠিক আছে। তবে বাবা-মায়েদের স্কুলে নিয়ে আসার বিষয়টি একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ।তারা আসেন না বললেই চলে। কিন্তু এখন তারা আসতে শুরু করেছেন, কারণ আমি তাদের সম্মানের সাথে স্বাগত জানাই। তারা যখন আসেন আমরা তাদের বসতে বলি। আমরা তাদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলি। আপনি যদি গ্রামবাসীদের সাথে তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার বিষয়ে কথা বলেন, তারা সেই সম্পর্কে কিছুটা বলেন। এরপর আমরা তাদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করি। উদাহরণস্বরূপ, দশম শ্রেণীতে একটি মেয়ে রয়েছে। তার মা এখানে এসেছিলেন। তিনি বিয়ের কেনাকাটা করতে যাওয়ার জন্য তার মেয়েকে সময়ের আগে বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন যে,

মেয়েটির দুই দিনের ছুটিও প্রয়োজন।

তিনি বলেন যে, পাশের গ্রামে তার এক আত্মীয়ের বিয়ে রয়েছে।

মেয়েটি তার মাকে স্কুলে ছুটির জন্য অনুরোধ করতে বলে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, মাত্র চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরের একটি বিয়েতে যেতে তিনি তার মেয়ের দুইদিন স্কুল কামাই কেন চাইছেন।

'সে দশম শ্রেণীতে পড়ে। যা পড়ানো হবে সে তা হারাবে। আবার তিনি বাড়িতেও তাকে সাহায্য করতে পারবেন না।

জায়গাটা যদি মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে হয়, আপনি সন্ধ্যায় যেতে পারেন এবং রাতে আবার ফিরে আসতে পারেন।' মেয়েটি দুই দিনই স্কুলে এসেছিল এবং সে কোনও ছুটি নেয়নি।